দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 APR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

C37

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৯৫ : ২রা এপ্রিল, ১৯৮৯

শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা

গতকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে অস্থিরতা এখন সামাজিক ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে বিবাদের ফলে সাধারণভাবে শিক্ষামানের অবনতি ঘটেছে। তিনি বলেন সম্ভাবনাশীল ও যোগ্য নাগরিক গড়ার মাধ্যমে সমাজের অশান্তি দূর করার কাজে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। ডাঃ ইসলামের এই মন্তব্যে একদিকে যেমন আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি নির্দেশিত হয়েছে প্রতিবিধানের পথটিও। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলেই আজকের শিক্ষাজগৎ ও সমাজের বহু সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি মনে করেন।

আমাদের দেশে শিক্ষাঙ্গনে ও সমাজে রুগ্নতা আজ একটি অবাঞ্ছিত বাস্তবতা। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার স্বাভাবিক পরিবেশ নেই। অনিয়ম-অসাধুতা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই। নকলের হিড়িক পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি রেষারেষি ও মারামারি কেবল ক্যাম্পাসেই নয়, সমাজেও বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। পরিণতিতে শিক্ষামানের অবনতি ঘটছে, সমাজ কলুষিত হচ্ছে এবং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ-তরুণীর জীবন।

স্কুল-কলেজে শিক্ষা-শিক্ষণ নিয়মিত না চললে যে পরীক্ষা পাসের জন্য দুর্নীতির প্রসার এবং শিক্ষামানের অবনতি ঘটে একথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত তাই ঘটেছে আমাদের দেশে। শিক্ষাঙ্গন রুগ্ন বলে সমাজে ছড়িয়েছে তার দগদগে ঘা। এ থেকে বাঁচার একটাই উপায়—শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত করা, যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষামান উন্নত করা এবং শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের রুগ্নতা ও কলুষতা অনেক আগেই ধরা পড়েছে। সরকার ও সমাজ এই অবাঞ্ছিত অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টাও চালাচ্ছেন। এই নিয়ে অনেক সভা-সেমিনার হয়েছে, গঠিত হয়েছে একাধিক কমিশন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার তেমন কোন সুফল পাওয়া তো যায়ইনি, বরং অবস্থার অবনতি ঘটছে দিন দিন। এই প্রবণতা রোধ করতে হবে।

যেকোন দেশের উন্নতি সমৃদ্ধি সে দেশের জনসাধারণের মানসিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর শিক্ষাই গড়ে তোলে জনগণের মন-মানস। একথা মনে রেখেই প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন পেশার জনশক্তি গড়ে তোলা অপরিহার্য। তা করা গেলে জনগণ সত্যিকার জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে এবং তাদের সদ্ব্যবহার করা যাবে দেশগড়ার কাজে।

যুগোপযোগী শিক্ষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রকে ব্যাধিমুক্ত করার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে অধিকতর বিলম্ব জাতির জন্য আত্মহননের সামিল হবে। তাই সমগ্র দেশে কালোপযোগী একই ধরনের শিক্ষাপ্রবর্তন, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নিয়মিত লেখাপড়ার নিশ্চয়তা বিধানে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।